GE4T: United Nations and Global conflicts
4th semester (GE)
Kamal Sarkar

Unit-I.

c) Structures and Functions: General Assemble; Security council, Economic and social council; the International court of justice;

Q. সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গঠন ও কার্যাবলী লেখ?

⇒ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (1945) (United Nations organization) গড়ে তোলা হয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল আশ্বাস নিয়ে আবির্ভূত হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। মানবজাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশ্ববাসীর মনে আশার সঞ্চার করে। আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সহযোগীতার ইতিহাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হল এক ইতিবাচক বলিষ্ঠ উদ্যোগ।

সমানে যাতে সকলের সমানাধিকারের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা প্রত্যাপিত হয় এবং, যুদ্ধের ভয়াবহ ও সর্বনাশা পরিণতি থেকে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্ত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করা হয়েছিল। জাতিপুঞ্জ হল এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে সমস্ত মানবজাতির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। জাতিপুঞ্জ জাতি-সমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সব সময় কাজ করে থাকে।

জাতিপুঞ্জ মোট ছয়টি অঙ্গ বা সংস্থা নিয়ে গঠিত। সেগুলি হল —

Scanned with CamScanner

1. সাধারণ সভা
2. নিরাপত্তা পরিষদ
3. দপ্তর
4. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
5. ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল
6. আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত

নিম্নে প্রতিটি অঙ্গ সংস্থাগুলির গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে — (Follow material)


Reference + Suggested Readings :-

1. International Relations
   Peu Ghosh
2. The new United Nations
   J.A. Moore and J. Pubantz
3. The United Nations: an Introduction
   S.B. Gareis and Varwick
4. International Relations
   J. Goldstein and Pevehouse
5. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক - তত্ত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি
   ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও শক্তি মুখোপাধ্যায়
6. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব ও তথ্য
   অরুণ সেন
7. আন্তর্জাতিক সংগঠন ও রাষ্ট্রপুঞ্জ
   নির্মলকান্তি ঘোষ
8. আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপরেখা
   অনাদি কুমার মহাপাত্র
9. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তত্ত্ব দিক, সমসাময়িক বিষয়
   প্রণব কুমার দালাল


Scanned with CamScanner

## ১০.৬ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা

### *General Assembly of the United Nations*

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নাগরিক জনসভা হল সাধারণসভা। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যে বিশ্ব আইনসভার (Parliament of the Universe) কথা কল্পনা করে আসছেন, তারই এক প্রকার বাস্তব রূপ হল সাধারণসভা। এই সাধারণসভাকে **গেটেল** 'বিশ্বের নাগরিক সভা' (Town meeting of the World) আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুত সাধারণসভা হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কেন্দ্রীয় আলোচনা ও বিতর্কসভা ("The General Assembly is the central deliberative organ of the UN."– R. Chakrabarti)।

**গঠন :** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে সাধারণসভা গঠিত। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা হল ১৯৩। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণসভায় অনধিক পাঁচজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে। তবে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের ভোট সংখ্যা একটি। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদেন ক্রমে সাধারণসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে যে-কোনো আবেদনকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রকে সাধারণসভার সদস্যপদ দেওয়া যায়।

**অধিবেশন :** সাধারণসভার অধিবেশন বছরে একবার বসে এবং তা বসে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে। সাধারণত তিন মাস ধরে এই অধিবেশন চলে। তবে নিরাপত্তা পরিষদ বা অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে মহাসচিব সাধারণসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন (২০ নং ধারা)। প্রতি বৎসর অধিবেশন শুরু হওবার আগে সাধারণসভা একজন সভাপতি এবং ২১ জন সহসভাপতি নির্বাচন করে। কার্যপরিচালনার ব্যাপারে সাধারণসভাকে সাহায্য করার জন্য কতকগুলি কমিটি রয়েছে। জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ কার্য কমিটিগুলির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

**ভোটদান পদ্ধতি :** জাতিপুঞ্জের সনদের ১৮(১) নং ধারা অনুসারে সাধারণসভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটদানের অধিকার আছে। সনদের ১৮(২) নং ধারা অনুসারে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, জাতিপুঞ্জে নতুন সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি, সদস্যপদ বাতিল, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং অছি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, বাজেট সংক্রান্ত বিষয় প্রভৃতি সাধারণসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির অন্তর্ভুক্ত। সনদের ১৮(৩) নং ধারা অনুসারে অন্যান্য বিষয়ে সাধারণসভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

**ক্ষমতা ও কার্যাবলি** Powers and Functions : জাতিপুঞ্জের সনদের ১০ থেকে ১৭ নং ধারাগুলিতে সাধারণসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে। সাধারণসভার কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

**(১) আলোচনা ও সুপারিশমূলক কাজ :** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে, সাধারণসভা সেগুলির যে-কোনোটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। **ইভান লুয়ার্ডের (Evan Luard)** ভাষায়, বিশ্বে প্রোটিনের অভাব থেকে শুরু করে আগ্রাসনের সংজ্ঞা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ যে-কোনো বিষয় এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে কোনো রাষ্ট্রের 'ঘরোয়া ব্যাপারে' (Domestic matter) আলোচনা করার অধিকার সাধারণসভার নেই। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্নই সাধারণসভা আলোচনা করতে পারে। এসব প্রশ্ন আলোচনার পর সাধারণসভা যে-কোনো সদস্য-রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদকে এসব বিষয়ে যে-কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করতে পারে। তবে কোনো বিষয় যদি নিরাপত্তা পরিষদের বিচারাধীন থাকে, সেই বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধ ব্যতীত সাধারণসভা কোনো আলোচনা করতে পারে না।

পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন সাধারণসভার আলোচনার জন্য উপস্থিত করতে পারে। এ ছাড়া ১১(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণসভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বটি প্রধানত নিরাপত্তা পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও, ১৯৫০ সালে **'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব'** (Uniting for Peace Resolution, 1950) গৃহীত হওয়ার পর থেকে সাধারণসভা এ ব্যাপারে কিছু ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী শান্তিভঙ্গ বা আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে এবং ভেটো প্রয়োগে অচল নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হলে সাধারণসভা জাতিপুঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুরোধক্রমে জরুরিসভা আহ্বান করে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। এই ক্ষমতাবলে সাধারণসভা ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকটে এবং ১৯৬০ সালের কঙ্গো সংকটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

**(৩) নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত কাজ :** শান্তির সাথে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সাধারণসভাকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সনদের ১১(১) নং ধারায়। এ সম্পর্কে সাধারণসভা তার সুপারিশ সদস্যবৃন্দকে অথবা নিরাপত্তা পরিষদকে জানাতে পারে।

**(৪) অর্থনৈতিক কাজ :** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোশাগারের দায়িত্ব সাধারণসভার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা, জাতিপুঞ্জের বাজেটের বিচার-বিবেচনা ও অনুমোদন করা, সদস্যদের দেয় চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং চাঁদা বাকি পড়লে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া—এ সবই সাধারণসভার অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যথাসময়ে দেয় অর্থ প্রদান না করলে সাধারণসভা সংশ্লিষ্ট সদস্যের ভোটাধিকার বাতিল করতে পারে।

**(৫) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত কাজ :** নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ ও কর্মদপ্তরের প্রতিবেদন সাধারণসভার নিকট পেশ করতে হয়। বর্তমানে প্রতিবেদন পেশ করার বিষয়টি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিবেদনের ওপর কোনো বিতর্ক হয় না বললেই চলে।

**(৬) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ :** জাতিপুঞ্জের সনদের ১৩নং ধারায় আন্তর্জাতিক আইনের সংকলন, উন্নতি ও প্রসারে উৎসাহ দান করা সাধারণসভার কার্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রতি বৎসর এখানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশ্নে যে সকল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেগুলির অধিকাংশই আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব বহন করে। আক্ষরিক অর্থে আইন প্রণয়ন না বলা গেলেও এইসব সিদ্ধান্তের পিছনে এক বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্রের সমর্থন থাকায় লটারপ্যাক্ট (Lauterpacht) প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা এই ক্ষমতাকে প্রায় আইন-প্রণয়নমূলক (Quasi-Legislative) বলে মনে করেন।

**(৭) নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ :** সাধারণসভা কিছু নির্বাচন ও নিয়োগ সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণসভা জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্য নিয়োগ করে, মহাসচিবকে এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদস্যদের নির্বাচন করে। এছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের, অছি পরিষদের কয়েকজন সদস্যকে সাধারণসভা এককভাবে নির্বাচন করে।

**(৮) সনদ সংশোধন সংক্রান্ত কাজ :** সাধারণসভার সনদ সংশোধন সংক্রান্ত কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সনদ সংশোধনের প্রস্তাব কার্যকরী হতে গেলে নিরাপত্তা পরিষদের সকল স্থায়ী সদস্যের সমর্থন এবং সাধারণসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক অনুমোদন প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**(৯) বিবিধ কার্যাবলি :** উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, উপনিবেশিকতা নিরসন, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবদ্ধকরণ, মানবিক অধিকারের প্রসারণ এবং বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুস্থ আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি—ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**সাধারণসভার ভূমিকার মূল্যায়ন :**

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৃহত্তম সংস্থা হিসাবে সাধারণসভার গুরুত্ব অপরিসীম। ড. রাধারমণ চক্রবর্তীর মতে, "সাধারণসভার মধ্যেই সংগঠনের বিশ্বজনীন চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়। সাধারণসভাই একমাত্র মঞ্চ যেখানে জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্যের পক্ষে সমমর্যাদার ভিত্তিতে স্বাধীন মতবিনিময়ের সুযোগ পাওয়া সম্ভব।"

আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় সাধারণসভার কার্যাবলির কোনো আইনগত মূল্য নেই সত্য, কিন্তু বাস্তবে এর প্রস্তাবগুলিকে উপেক্ষা করা সহজ নয়, কারণ এর প্রতিটি প্রস্তাব বিশ্বের সর্বাধিক রাষ্ট্রের বিপুল সমর্থন নিয়ে গৃহীত হয়। এছাড়া, বৃহৎ শক্তিগুলির মাতব্বরি এড়িয়ে সকল দেশের অভিমত যেহেতু এখানে সমানভাবে ব্যক্ত হতে পারে, সেহেতু সাধারণসভায় বিশ্ববিবেকের (conscience of the world) কার্যকরী প্রকাশ ঘটে। বাস্তবিকপক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন-আমেরিকার উন্নতিকামী দেশগুলি এখানে তৎপরতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে বলে জাতিপুঞ্জ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রভাব থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ এবং বৃহৎ পঞ্চশক্তি কর্তৃক ভেটো প্রয়োগের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, সাধারণসভার মাধ্যমেই সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। ১৯৫০ সালে গৃহীত 'শান্তির জন্য মিলিত হওয়ার প্রস্তাব'-এর ভিত্তিতে সাধারণসভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে কোরিয়া, কঙ্গো, প্যালেস্তাইন প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও সাধারণসভার বাস্তবে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেই, কারণ নিজ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার কোনো ক্ষমতা সাধারণসভার নেই। **এর ক্ষমতা সুপারিশমূলক** (Recommendatory)। **নিকোলাস** (Nicholas) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, প্রচারের জন্যই সাধারণসভার সৃষ্টি। ব্যক্তিগত মধ্যস্থতা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যেই এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। **গুডরিচ** (Goodrich) বলেছেন, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিবর্তে বর্তমানে বিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবেই সাধারণসভার ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে।

**উপসংহার :**

তবে সাধারণসভাকে কেবলমাত্র **বিতর্কসভা** (debating society) বা 'প্রচার মাধ্যম' হিসাবে গণ্য করলে এর গুরুত্বকে খাটো করা হবে। বিশ্বজনমত গঠন, আন্তর্জাতিকতার প্রসার, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সাধারণসভার ভূমিকাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই সংস্থার কণ্ঠস্বর হল **বিশ্ব-বিবেকের কণ্ঠস্বর।**

## ১০.৭ নিরাপত্তা পরিষদ
### *Security Council*

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে একটি প্রকৃত কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করতে হলে, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে এমন একটি ছোটো অথচ শক্তিশালী সংস্থা দরকার যা বৃহৎ শক্তিগুলির ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে—এই বিশ্বাসে পরিচালিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচয়িতাগণ অত্যন্ত উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিরাপত্তা পরিষদ নামক সংস্থাটি গঠনের পরিকল্পনা করেন। আন্তর্জাতিক সংকটের মোকাবিলায় এই সংস্থাটি যে-কোনো সময়, যে-কোনো দিন এবং যে-কোনো স্থানে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জরুরি প্রয়োজনে ১৯৭২ সালে আদ্দিস আবাবায় এবং ১৯৭৩ সালে পানামা শহরে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**গঠন :** সনদের ২৩নং ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমে মোট ১১জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই ১১ জনের মধ্যে ৫ জন ছিল স্থায়ী এবং বাকি ৬ জন অস্থায়ী সদস্য। ১৯৬৫ সালে পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৫ জন করা হয়েছে। ৫ জন স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিন। ১০ জন অস্থায়ী সদস্যকে সাধারণসভা ২ বছরের জন্য নির্বাচিত করে। কার্যকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুনর্নির্বাচিত করা যায় না। ১০ জন অস্থায়ী সদস্যের মধ্যে আফ্রোএশীয় রাষ্ট্রগুলি থেকে ৫ জন, পূর্ব ইউরোপ থেকে ১ জন, লাতিন আমেরিকা থেকে ২ জন এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশগুলি থেকে ২ জন নির্বাচিত হবে।

পরিষদের অধিবেশনে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র অনধিক একজন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে। সদস্যবর্গের নামের ইংরেজি বর্ণানুসারে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা প্রতি মাসে ১ জন করে সভাপতি নির্বাচন করে।

**ভোটদান ব্যবস্থা :** নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র ১টি করে ভোট দিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রেরিত বিষয়গুলিকে **পদ্ধতিগত বিষয়** (Procedural matters) এবং **অন্যান্য বিষয়** (Non-procedural or substantive matters) —এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। সমস্ত পদ্ধতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে-কোনো ৯ জন সদস্যের সম্মতিসূচক ভোট থাকা আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৫ জন স্থায়ী সদস্যের সম্মতিসূচক ভোট সহ মোট ৯ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কোনো এক স্থায়ী সদস্য প্রথমে কোনো একটি পদ্ধতিগত বিষয়ে ভেটো প্রয়োগ করার পর সেই বিষয়টি পরে যদি অ-পদ্ধতিগত (Non-procedural) আকারে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উপস্থিত হয়, উক্ত সদস্য দ্বিতীয়বারও ভেটো প্রদান করতে পারে। একে বলে ডবল ভেটো (Double Veto)। পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে যে-কোনো একজনের অসম্মতি বা নেতিবাচক ভোটপ্রদানকে ভেটো (Veto) বলা হয়। তবে ভোটাভুটির সময় কোনো স্থায়ী সদস্য অনুপস্থিত থাকলে অথবা ভোটদানে বিরত থাকলে তা 'ভেটো' বলে গণ্য হবে না।

**ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের পঞ্চম অধ্যায়ের ২৪-২৬ নং ধারাগুলিতে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল ঃ

**(১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** সনদের ২৪নং ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত দু-ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ এই দায়িত্ব পালন করে।

**শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা :** সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৩নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বিবাদের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বিবাদের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষের প্রাথমিক কাজ হল আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, মিটমাটের ব্যবস্থা, বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বা অন্য কোনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে ওই বিরোধের মীমাংসা করা। প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান সকল পক্ষকে ওইসব পদ্ধতির মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করে নিতে বলতে পারে। এছাড়া বিবদমান রাষ্ট্রগুলি আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমেও নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে নিতে পারে। ন্যাটো (NATO), সিয়াটো (SEATO), আশিয়ান (ASEAN) ইত্যাদি হল আঞ্চলিক সংস্থার উদাহরণ।

**শান্তিমূলক ব্যবস্থা :** সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে নিরাপত্তা পরিষদ নিবর্তনমূলক (preventive) ও শাস্তিমূলক (enforcive) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ক্ষমতাবলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে; রেলপথ, সমুদ্রপথ, বিমানপথ, ডাক সরবরাহ, টেলিগ্রাফ বা বেতার যোগাযোগ বন্ধ করতে; এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। এইসব ব্যবস্থাও ফলপ্রসূ না হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদ বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর সাহায্য নিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ **'সামরিক উপদেষ্টা কমিটি'**র (Military Staff

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Committee) সাহায্যে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা রচনা করে। সনদের ৪৩ নং ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ আহ্বান জানালে জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যকে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগে সকলপ্রকার সহায়তা দিতে হবে এবং প্রয়োজনে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী থেকে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করতে হবে। ১৯৬১ সালে কঙ্গো এবং ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব নেয়।

**(২) অছিসংক্রান্ত ক্ষমতা :** অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সামরিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলির ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদ পালন করে। এই সমস্ত এলাকাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে নজর রাখতে হয়। তবে এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অছি-পরিষদের সাহায্য নিয়েই কার্য সম্পাদন করে (৮৩নং ধারা)।

**(৩) নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা :** নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণসভা জাতিপুঞ্জের মহাসচিব, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারকদের নিয়োগ করতে এবং জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্যদের গ্রহণ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্য-সহ ৯ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

**(৪) সনদ সংশোধনের ক্ষমতা :** সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সনদ সংশোধনের প্রস্তাব কার্যকরী হতে গেলে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ ৯ জন সদস্যের এবং সাধারণসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন।

**(৫) সদস্যপদ বাতিলসংক্রান্ত ক্ষমতা :** শান্তিভঙ্গকারী বা আগ্রাসী সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ নিবর্তনমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেই সদস্যরাষ্ট্রকে সাময়িককালের জন্য তার অধিকার ও সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায়। এছাড়া জাতিপুঞ্জের কোনো সদস্যরাষ্ট্র যদি বারবার সনদে বর্ণিত নীতিগুলি ভঙ্গ করে তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণসভা উক্ত সদস্যরাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ থেকে বহিষ্কার করতে পারে।

**(৬) নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা :** সনদের ২৬নং ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যাপারে সামরিক উপদেষ্টা কমিটি নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

**সমালোচনা :** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার যে মহান লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা, সেই লক্ষ্য ও আদর্শকে রূপদানের প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর বর্তানো হয়। তবে সনদে বর্ণিত নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, যে প্রত্যাশা নিয়ে সনদ রচয়িতাগণ পরিষদের হাতে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। **নিকোলাস** (H G Nicholas) মন্তব্য করেছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সংস্থার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের ন্যায় অন্য কোনো সংস্থার প্রতিশ্রুতি ও কার্যাবলির মধ্যে এত বেশি তারতম্য লক্ষ করা যায় না।" ("Of all the organs of the U. N. none has shown a greater discrepancy between promise and performance than the Security Council.")। নিরাপত্তা পরিষদের **দুর্বলতাগুলি** হল নিম্নরূপঃ

***প্রথমত,*** নিরাপত্তা পরিষদের গঠনের মধ্যেই এর দুর্বলতার কারণ লুকিয়ে রয়েছে। যে সার্বভৌম সমানাধিকার নীতির কথা সনদে বলা হয়েছে, বৃহৎ পঞ্চশক্তিকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ এবং ভেটো ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সেই নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই পঞ্চশক্তির ঐকমত্যের ওপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল, অথচ বাস্তবে দেখা যায় খুব কম ক্ষেত্রেই এই পঞ্চশক্তি ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছে। আর এই ঐকমত্যের অভাবের জন্যই নিরাপত্তা পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

***দ্বিতীয়ত,*** শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো বৃহৎ শক্তি মদতদাতা হিসাবে কাজ করে এবং কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব উঠলে ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে সেই উদ্যোগ বানচাল করে দেয়। এজন্যই **ইভান লুয়ার্ড** (Evan Luard) বলেছেন, "ভেটো জাতিপুঞ্জকে পঙ্গু করে দিয়েছে।"

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নিরাপত্তা পরিষদের এই পঙ্গুত্ব কাটানোর জন্য ১৯৫০ সালে সাধারণ সভা কর্তৃক 'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব' (Uniting for Peace Resolution) গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হলে সাধারণসভা তখন ওই দায়িত্ব পালন করবে। এই ক্ষমতাবলে সাধারণ সভা সুয়েজ, কঙ্গো প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**তৃতীয়ত,** পরিষদের নিজস্ব স্থায়ী সৈন্যবাহিনী বা শান্তিবাহিনী না থাকাও পরিষদের একটি দুর্বলতা। কোনো শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে নিরাপত্তা পরিষদকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কাছে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানাতে হয়। কোনো সদস্যরাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত না থাকলে তার বিরুদ্ধে পরিষদ কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

**চতুর্থত,** নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রেও পরিষদ খুব একটা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। পরিষদের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন এক্ষেত্রে খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় এবং চিনের নিষ্ক্রিয়তার ফলে বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদ পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তা পরিষদের এই শোচনীয় অবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া প্রভৃতি ব্যাপারে পরিষদের ভূমিকা থেকে। এছাড়া ২০০৩ সালে ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণ, ২০০৬ সালে ইরাকের রাষ্ট্রপ্রধান সাদ্দাম হুসেনকে ফাঁসি দেওয়া, ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোট কর্তৃক লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান গদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা—প্রভৃতি ঘটনায় পরিষদের পঙ্গুত্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

তবে ব্যর্থতার পরিমাণ বেশি বলে নিরাপত্তা পরিষদের সাফল্যের নজির যে একেবারেই নেই তা বলা চলে না। অতীতে সাইপ্রাস, কঙ্গো, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রশ্নে পরিষদের শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৯১ সালে কুয়েত দখলকারী ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব জনমতের সমর্থন আদায় করেছে।

## ১০.৮ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
### *Economic and Social Council*

**ভূমিকা :** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। এই সংস্থাটি গঠনের প্রাক্কালে সনদ রচয়িতাগণ যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যুদ্ধ সৃষ্টির কারণগুলির বিনাশসাধন করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যই হল যুদ্ধের অন্যতম কারণ। বস্তুত পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে দুর্বল রেখে আন্তর্জাতিক শান্তির সৌধ রচনার প্রয়াস কার্যকর হতে পারে না। তাই সনদ রচয়িতাগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানের মাধ্যমে যুদ্ধের কারণসমূহকে নির্মূল করে বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন।

**গঠন :** সনদের ৬০ নং ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রথমে গঠিত হয় ১৮ জন সদস্য নিয়ে। পরে ১৯৬৫ এবং ১৯৭৪ সালে দু'বার সনদ সংশোধনের মাধ্যমে এর সদস্যসংখ্যা বেড়ে যথাক্রমে ২৭ এবং ৫৪-তে দাঁড়ায়। বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য ওই একই আছে অর্থাৎ ৫৪। প্রতি তিন বছর অন্তর এই সংস্থার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং সমসংখ্যক সদস্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৩ বছর। অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পুনর্নির্বাচনের সুযোগ আছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে এবং প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের কোনো বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়নি; তবে পরিষদে সর্বদাই পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের দেশ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে এক বছরের জন্য একজন সভাপতি এবং দুজন সহসভাপতি নির্বাচন করে। বৃহৎ শক্তির কোনো প্রতিনিধি সভাপতি হতে পারেন না। পরিষদের অধিবেশন বছরে দুবার বসে—এপ্রিল ও জুলাই মাসে। পরিষদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** সনদের ৬২ থেকে ৬৬ নং ধারাগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলি ও ক্ষমতা উল্লিখিত হয়েছে। পরিষদের কার্যাবলি মূলত অরাজনৈতিক চরিত্রের। নিম্নে পরিষদের কার্যাবলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল ঃ

(১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারে এবং সেই বিষয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে সাধারণসভা অথবা জাতিপুঞ্জের বিশেষীকৃত কোনো সংস্থার কাছে সুপারিশ পেশ করতে পারে [৬২ (১) নং ধারা]।

(২) পরিষদ মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার মূলনীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এবং সেগুলি মান্য করার জন্য সকল সদস্যরাষ্ট্রের কাছে সুপারিশ করতে পারে [৬২(২) নং ধারা]।

(৩) সাধারণসভার নিকট পেশ করার জন্য পরিষদ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে খসড়া বিবরণী প্রস্তুত করতে পারে [৬২(৩) নং ধারা]।

(৪) পরিষদ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত কোনো বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারে [৬২(৪) নং ধারা]।

(৫) কী কী শর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে 'বিশেষ সংস্থাগুলির' সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে, তা উল্লেখ পূর্বক পরিষদ ৫৭ ধারায় উল্লেখিত যে-কোনো সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে এরূপ চুক্তি সাধারণসভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে [৬৩(১) নং ধারা]।

(৬) বিশেষ সংস্থাসমূহ, সাধারণসভা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে আলোচনা ও সুপারিশ পেশের মাধ্যমে পরিষদ বিশেষ সংস্থাসমূহের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করতে পারে [৬৩(২) নং ধারা]।

(৭) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশেষ সংস্থাসমূহের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সাধারণসভা নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করেছে সেইসব সুপারিশ এবং নিজ সুপারিশগুলি কার্যকর করার ব্যবস্থাও করতে পারে পরিষদ [৬৪(১) নং ধারা]।

(৮) সংগৃহীত প্রতিবেদনগুলির ওপর নিজ মন্তব্যসহ পরিষদ সেগুলিকে সাধারণসভার নিকট পাঠাতে পারে [৬৪(২) নং ধারা]।

(৯) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ইচ্ছা করলে নিরাপত্তা পরিষদকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারে এবং নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করলে তাকে সাহায্য করতে পারে [৬৫(২) নং ধারা]।

(১০) নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে সাধারণসভার কোনো সুপারিশ থাকলে তা কার্যকরী করার জন্য পরিষদ প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবে [৬৬ (১) নং ধারা]। এ ছাড়া সাধারণসভার অনুমতিক্রমে পরিষদ জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্র অথবা বিশেষ সংস্থাসমূহের অনুরোধ মতো কার্য সম্পাদন করতে পারে [৬৬ (২) নং ধারা]।

(১১) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ করতে পারে [৬৮ নং ধারা]।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(১২) এ ছাড়া নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

**কমিশন ও কমিটি :** সনদ-নির্দিষ্ট কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কতকগুলি কমিশন ও কমিটি গড়ে তোলে। পরিষদ যেসব কমিশনের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে সেগুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা— (ক) **কার্যনির্বাহী কমিশন** (Functional Commission) এবং (খ) **আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন** (Regional Economic Commission) । মানবাধিকার কমিশন, নারীজাতির মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন, সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিশন, পরিসংখ্যান কমিশন, জনসংখ্যা কমিশন, মাদক দ্রব্য নিরোধক কমিশন, আন্তর্জাতিক পণ্য কমিশন ইত্যাদি হল প্রথম শ্রেণির উদাহরণ। আর দ্বিতীয় শ্রেণির কমিশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইউরোপীয় আর্থিক কমিশন, এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের আর্থিক কমিশন, লাতিন আমেরিকার আর্থিক কমিশন এবং আফ্রিকার জন্য আর্থিক কমিশন।

পরিষদ তার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যেসব স্থায়ী কমিটির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— মধ্যস্থতা কমিটি, প্রোগ্রাম কমিটি এবং বেসরকারি সংগঠন সংক্রান্ত কমিটি।

সবশেষে কয়েকটি **বিশেষজ্ঞ সংস্থার** (Specialised Agency) উল্লেখ করতে হয় যেগুলির সাহায্যে পরিষদ তার কার্য সম্পাদন করে থাকে, যথা— বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), বিশ্বব্যাংক (World Bank), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ইত্যাদি।

**মূল্যায়ন :** ওপরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কর্মপরিধি বহুবিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ। তবে তত্ত্বগতভাবে পরিষদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব ব্যাপক হলেও বাস্তবে তা নয়; এর ক্ষমতা মূলত সুপারিশমূলক। নিজ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার কোনো ক্ষমতা এর নেই। তাছাড়া পরিষদকে সাধারণসভার অধীনে থেকে কার্য সম্পাদন করতে হয়। তাই অনেকে পরিষদকে সাধারণসভার একটি সহায়ক সংস্থা (Subsidiary Organ) মাত্র বলে মনে করেন।

***দ্বিতীয়ত,*** অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার যে পরিকল্পনা সনদ রচয়িতাদের ছিল, বাস্তবে তা সফল হয়নি। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি সংস্থাগুলি প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগামী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষা করেছে। একইসঙ্গে এইসব অর্থনৈতিক সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশগুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছে। যেসব গরিব দেশ এইসব মার্কিন-প্রভাবিত সংস্থা থেকে ঋণ সংগ্রহ করেছে, তাদের ওপর এমন সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

***তৃতীয়ত,*** নিকোলাস (Nicholas)-এর মতে, "বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে এই সংস্থা ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিষদ বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির (Specialised Agencies) মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করতে পারেনি।"

**সাফল্য :** তবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তা কখনোই অস্বীকার করা যায় না। 'মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা', 'আন্তর্জাতিক জরুরি শিশুভাণ্ডার', 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা', 'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা' প্রভৃতির মাধ্যমে পরিষদ বিশ্বের মানুষকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। শিশু কল্যাণ, মহামারি প্রতিরোধ, উত্তেজক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিষদ যে অবদান রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার অদম্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরিষদ বিশ্বশান্তির আশাদীপকে প্রজ্বলিত করে রেখেছে।



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

## ১০.১৭ আন্তর্জাতিক বিচারালয়
### *International Court of Justice*

**ভূমিকা :** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্তর্জাতিক আদালত দরকার যা একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ-বিসংবাদের বিচার করবে এবং প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছে কিনা সেদিকে নজর রাখবে। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি জাতিপুঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় সংস্থা ("The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations."– Article 92 of the UN Charter)।

**গঠন :** জাতিপুঞ্জের সনদে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলা নেই। তবে এর একটি স্বতন্ত্র সংবিধি (Statute) আছে। উক্ত সংবিধির ৩নং ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় ১৫ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত। কোনো রাষ্ট্র থেকেই একজনের বেশি বিচারপতি নিয়োগ করা যাবে না। বিচারকদের চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। এক জটিল ও সমান্তরাল ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণসভা এবং নিরাপত্তা পরিষদ বিচারপতিদের স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত করে। বিচারপতি পদে কোনো প্রার্থীকে নির্বাচিত হতে হলে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে সাধারণসভা এবং নিরাপত্তা পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোট অর্জন করতে হবে।

বিচারকদের **কার্যকালের মেয়াদ ৯ বছর**। বিচারকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য প্রতি ৩ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ বিচারপতিকে অবসর গ্রহণ করতে হয় এবং সমসংখ্যক বিচারপতিকে নির্বাচিত করা হয়। বিচারপতিগণ পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে বিচারকগণ পদত্যাগ করতে পারেন। কার্যকাল সমাপ্তির পূর্বে কোনো বিচারপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। তবে কোনো বিচারপতি শর্তাবলি পালনে অক্ষম এই মর্মে অন্যান্য বিচারপতিগণ একমত হলে, রেজিস্ট্রার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে মহাসচিবকে অবহিত করেন। এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বিচারকদের পদটি শূন্য বলে ঘোষিত হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিচারকার্য চালাতে গেলে কমপক্ষে ৯ জন বিচারপতির উপস্থিতি প্রয়োজন। একে 'কোরাম' (Quorum) বলা হয়। কোরাম না হলে বিচারকার্য চলে না। যে-কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির সমর্থনে। বিচারপতিগণ নিজেদের মধ্য থেকে প্রতি ৩ বছরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন। কোনো মামলার রায়দানকালে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি একটি নির্ণায়ক (Casting) ভোট প্রদান করে মামলাটির নিষ্পত্তি করেন।

**কার্যাবলি ও ক্ষমতা :** আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়নীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য অথবা সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপ্রার্থী হতে পারে। তবে কোনো ব্যক্তিগত বিবাদের মীমাংসা এই বিচারালয়ে হয় না। যেসব বিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন বা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা জাতিপুঞ্জের সনদের কোনো ধারা জড়িত থাকে শুধুমাত্র সেসব বিরোধের নিষ্পত্তি এই বিচারালয়ে হতে পারে। তবে কখনও কখনও আন্তর্জাতিক আইনের বাইরেও নিজস্ব ন্যায়বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে (*ex aequo et bono*) এই বিচারালয় রায় দিতে পারে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার বা কার্যাবলিকে তিনভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে :

### (১) স্বেচ্ছামূলক এলাকা বা এক্তিয়ার (Voluntary Jurisdiction)

বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে আনীত সকল মামলাই স্বেচ্ছামূলক এলাকার অন্তর্ভুক্ত। মামলা রুজু করার পূর্বে বিবদমান পক্ষগুলিকে চুক্তি করে স্বীকার করে নিতে হয় যে, তারা বিচারালয়ের রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

### (২) আধা-আবশ্যিক এলাকা (Quasi-compulsory Jurisdiction)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কতকগুলি বিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ারকে আবশ্যিক বলে স্বীকার করতে পারে। রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় এই এক্তিয়ার স্বীকার করে। কিন্তু একবার স্বীকার করার পর উক্ত বিরোধসমূহের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিতে হয়। তাই একে 'আধা-আবশ্যিক এলাকা' বলা হয়। আধা-আবশ্যিক এলাকাভুক্ত বিষয়গুলি হল : (ক) কোনো সন্ধি বা চুক্তির ব্যাখ্যা, (খ) আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক কোনো প্রশ্ন, (গ) আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ধরন ও পরিমাণ ইত্যাদি।

### (৩) পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction)

সনদের ৯৬ নং ধারা অনুসারে সাধারণসভা, নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণসভার নির্দেশ অনুসারে জাতিপুঞ্জের অন্য কোনো সংস্থা বা বিশেষ সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে আইন সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দানের অনুরোধ জানালে বিচারালয় সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বিচারালয়ের এই পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

বিচারকার্য পরিচালনা তথা রায়দানকালে আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করে থাকে :

(ক) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবর্তিত বিধিনিয়ম;
(খ) আন্তর্জাতিক প্রথা ও রীতিনীতি;
(গ) সদস্যরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত সমস্ত বিধিনিয়ম;
(ঘ) বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত;
(ঙ) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞদের মতামত প্রভৃতি।

**মূল্যায়ন :** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলেও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যাবলি ও ভূমিকা নানাভাবে সীমিত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

***প্রথমত,*** আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কোনো এক্তিয়ারই বাধ্যতামূলক নয়। কারণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি সার্বভৌম সংস্থা নয়, অথচ যারা এই বিচারালয়ের নিকট মামলা নিয়ে যায় সেই সদস্যরাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিবদমান পক্ষগুলির সম্মতি ব্যতীত এই আদালত কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আবার আদালতের রায় যদি বিবদমান পক্ষগুলি না মানে, তাহলেও এর কিছু করার থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, কর্ফু প্রণালীতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি রাখার ফলে ব্রিটিশ জাহাজের ক্ষতি হয়। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক আদালতে বিষয়টি নিয়ে আসে এবং আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে আপিল করে। আন্তর্জাতিক আদালত আলবেনিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে। আলবেনিয়া আদালতের রায়কে মেনে নিতে অস্বীকার করলেও তার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

***দ্বিতীয়ত,*** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন না। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় নিজ রাষ্ট্রের সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ভোগ করে, অথচ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের হাতে সনদ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি। এই জন্যই নিকোলাস (Nicholas) বলেছেন, অন্য কেউ নয় জাতিপুঞ্জ নিজেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে যথেষ্ট অবহেলা করেছে ("Perhaps the basic cause of the court's neglect can be deduced from the attitude of the U N itself towards it.")।

***তৃতীয়ত,*** আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। অধিকাংশ সময় বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলি থেকে বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বিচারকার্যে এই দেশগুলি আনুকূল্য পেয়ে থাকে।

***চতুর্থত,*** আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শদান এলাকাটিরও কার্যকারিতা খুবই সীমিত। সাধারণসভা, নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থা বিচারালয়ের পরামর্শ চাইতে পারে। কিন্তু বিচারালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।

**সাফল্য :** উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয় বহু ক্ষেত্রেই সাফল্যের নজির রেখেছে। এই ব্যাপারে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে জনবসতিহীন দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধের অবসান, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডের মধ্যে বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসা, মন্দিরকে কেন্দ্র করে কাম্পুচিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। পরামর্শদানমূলক এলাকাতেও আন্তর্জাতিক বিচারালয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্য গ্রহণ, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি ব্যাখ্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে বিচারালয়ের পরামর্শ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। বস্তুত, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিচারালয় এমন সব রায় ও পরামর্শ দিয়েছে যা আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্য হিসাবে প্রামাণ্য দলিলের পর্যায়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner